Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

স্কুল মক্তব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসেন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রহিমা আক্তার কান্তা

রোলঃ ২১৫০০৩৯২

১ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

স্কুল মক্তব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসেন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রহিমা আক্তার কান্তা

রোলঃ ২১৫০০৩৯২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "স্কুল মক্তব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রহিমা আক্তার কান্তা, আইডিঃ ২১৫০০৩৯২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসেন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “স্কুল মক্তব” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আরমান হোসেন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তারিখঃ

১ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Rahima Akter Kanta

(স্বাক্ষর)

রহিমা আক্তার কান্তা

আইডিঃ ২১৫০০৩৯২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.ভূমিকা	৫
২.মক্তবের ইতিহাস	৫
৩.শিশুদের সহজাত প্রকৃতি	৭
৪.চিন্তার খোরাক	৮
৫.জবাবদিহিতা	৯
৬.সমস্যার অন্তরায়	৯
৭.সমাধান যে পথে	১০
৮.মক্তবের প্রয়োজনীয়তা	১০
৯.শেষকথা	১১

ভূমিকা

মক্তব হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আরবি প্রতিশব্দ। যেখানে ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়ে পাঠদান করা হয়। স্কুল মক্তব বলতে বোঝায় স্কুলে শিশুদের ইংরেজী, গনিত, ব্যকরন এবং সাহিত্যের পাশাপাশি ঈমান, আক্বীদা, কুরআন, হাদিস বিষয়ে শিক্ষাদানের সামগ্রিক ব্যবস্থা।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যবই এবং একাডেমিক বইয়ের তালিকায় নজর দিলে উপলব্ধি করা যায় ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত কোনো বই নেই। বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রম এমনভাবে সজ্জিত থাকে যে শিশু-কিশোরদের দিনের একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে থাকে ক্লাস তারপর কোচিং প্রাইভেট। এরপরও থাকে অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম কার্যকলাপ। এসব কিছুর ভীড়ে বাচ্চাদের আলাদা করে মক্তবে যাওয়ার মত সময়ও হয়ে ওঠে না। তাই একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি যদি বিদ্যালয়েই মক্তবের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে শিশু কিশোররা শৈশব থেকেই ইসলামের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে পারবে।

মক্তবের ইতিহাস

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য আলাদা কোন মক্তব ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম তাদের সন্তানদেরকে ঘরেই শিক্ষা দিতেন। সাধারণত কথা বলা শিখলেই তারা বাচ্চাদের সাতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়াতেন। সাত বছর বয়স থেকে তাদের কোরআন তিলাওয়াত ও নামাজের পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। হযরব উমর রা: এর শাসনামনলে সর্বপ্রথম বাচ্চাদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। মদীনায় তখন তিনটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে মুসলিমরা বিজিত অঞ্চলের শিক্ষা দীক্ষার দিকেও

মনোযোগ দেন। শাম বিজয়ের পর সেখানে অনেক মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুসলমানদের সন্তানরা এসব মক্তবে পড়াশোনা করতো।

পুরো মুসলিম বিশ্বে মক্তব প্রতিষ্ঠার এই ধারা এতটাই বেগবান হয় যে, বিখ্যাত পর্যটক ও ভূগোলবিদ ইবনে হাউকাল সিসিলির একটি শহরেই তিনশো মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব মক্তবে শিশুরা আরবি ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান ও কোরআনুল কারিমের তিলাওয়াত শিখতেন। এছাড়াও মক্তবগুলোতে পড়ানো হতো প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল, কবিতা ও আরবি ব্যাকরণ। এমনকি ছাত্ররা পড়তো ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলি। সাধারনত পাঁচ-ছয় বছর বয়সী বাচ্চারা এসব মক্তবে পড়তো। এই বয়সেই বাচ্চারা কুরআন হিফজ শুরু করতো। এসব মক্তবের শাসন পদ্ধতির দিকেও উলামায়ে কেরামের সতর্ক নজর ছিল। আহমদ ইবনে হাম্বলকে প্রশ্ন করা হয় বাচ্চাদের প্রহার করা যাবে কিনা? তিনি বলেছিলেন, করা যাবে অপরাধ অনুসারে। তবে ভালো মন্দের পার্থক্য করতে অক্ষম এমন শিশুদের প্রহার করা যাবে না।

বাংলায় সুলতানী আমল ও মুঘল আমলে প্রচুর মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণত এসব মক্তবের ব্যয়ভার নিতেন রাষ্ট্র কিংবা অবস্থাপন্ন ব্যক্তিবর্গ। প্রতিটি মসজিদে মক্তব ছিল। ধর্মীয় শিক্ষাদান ছিল মক্তবের প্রধান উদ্দেশ্য। কবি বিপ্রদাস লিখেছেন, মক্তবে মুসলমান ছেলেমেয়েদের অজু করা ও নামাজ পড়া শেখানো হতো। ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও মক্তবে আরবি ফারসি ও বাংলা পড়ানো হতো।

শিশুদের সহজাত প্রকৃতি

ফিতরাত হল মানুষের সহজাত প্রকৃতি যা একটি মানবিক জন্মগত বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা মানুষ জন্ম থেকেই বুঝতে পারে একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন।

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

‘আর যখন তোমার পালনকর্তা বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের ওপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল-অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। ’

(সূরা আ’রাফ,৭:১৭২)

রসূল ﷺ বলেছেন,‘প্রতিটি মানব শিশু ফিতরাতের ওপর জন্মায়। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদি বানায়, অথবা খ্রিস্টান বা মাজুসি বানায়।

জন্মগতভাবেই প্রত্যেক শিশুর অন্তরে ঈমানের বীজ থাকে। পিতা-মাতার দায়িত্ব দরদী মালির মতো সেই ঈমানের বীজের সঠিক পরিচর্যা করা। আল্লাহর মনোনীত একমাত্র সত্য ধর্ম ইসলাম। শিশুর অন্তরকে শৈশব থেকেই দ্বীন ইসলামের সাথে জুড়ে দেয়ার প্রয়াস চালানো মা-বাবার দায়িত্ব। অনেকসময় বাচ্চার মা-বাবা মনে করেন বাচ্চা ছোট। তাই পরিনত বয়সে পৌঁছলে আস্তে-ধীরে তারা শিখবে। বিষয়টা মোটেও এমন না। বাচ্চারা ছোট থেকেই অনুকরন করে এমনকি তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে তারা প্রতিনিয়ত শিখতে থাকে। পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক, স্কুল থেকে তারা শিখতে থাকে। ভালো-মন্দের বুঝ না থাকায় বাচ্চারা যা দেখে তাই গ্রহন করে। এজন্য বাচ্চার জন্য এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে যেখানে প্রতিনিয়ত তার ঈমান ও তাকওয়া(আল্লাহভীতি) বৃদ্ধি পায়।

চিন্তার খোরাক

একুশ শতকের এ সময়ে এসে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। মা-বাবা সন্তানদের শিক্ষা সুনিশ্চিতকরনে তাদের সবটুকু উজার করে দিচ্ছে। সন্তান স্কুলে ঠিকমত যাচ্ছে কিনা, পরীক্ষার রেজাল্ট কেমন হচ্ছে এসবের খোঁজ রাখছে। আরো ভালো রেজাল্টের আশায় স্কুলের পর কোচিং,তাতেও কম মনে হলে বাসায় শিক্ষক দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এই যে বাবা মায়ের এত এত পদক্ষেপ, এর কারন কি? কারন মা বাবা চায় সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে। ভালো চাকরি, ৬ অঙ্কের বেতন, বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি। ব্যক্তিভেদে এই চাওয়া পাওয়া টা ভিন্নরকম হয়ে থাকে। তবে সকল মা বাবা একটা পয়েন্টে ঠিকই একমত। তারা চায় সন্তানের জীবন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ হোক। উচ্চশিক্ষা অর্জন করে সন্তান যদি খুব সুখী জীবন কাটায় তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তা হল, এই সুখী জীবনের কি শেষ আছে?

হ্যা, প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে। আমাদের সাজানো গোছানো জীবনের সময়সীমা ৬০-৭০ বছর কিংবা এর কম-বেশি। এই যে শৈশব,কৈশোর ও যৌবনে এত এত প্রস্তুতি নেয়া হল শুধু এই দুই দিনের দুনিয়ার জীবন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর হবার প্রত্যাশায়। তাহলে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন যা কয়েক বছর বা কয়েকশত বছর না বরং অনন্তকালের জীবন। সেই জীবনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি কিভাবে নেয়া উচিত? আমাদের সন্তানদের কিভাবে প্রস্তুত করা উচিত?

জবাবদিহিতা আপনার অপেক্ষায়

প্রতিটি নবজাতক স্বভাবজাত ধর্ম ইসলামের ওপর ভূমিষ্ঠ হয় ও তার কথা ফোটা পর্যন্ত এই অবস্থার ওপর সে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতঃপর তার মা বাবা তাকে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান বানায়। অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - তোমরা সন্তানদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো এবং সদাচরণ ও শিষ্টাচার শিক্ষা দাও (তিরমিজি)

মা-বাবাকে এ কথা মনে রাখতে হবে আপনার সন্তান কিন্তু আপনার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত বিরাট এক আমানত। এই আমানত আপনি কিভাবে রক্ষা করবেন তা আপনার বিষয়। যদি চান আপনি তাকে পাশ্চাত্যের সাজে সাজাবেন,পারবেন। কিন্তু আল্লাহর দরবারে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে।

ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ বলেন, শিশু হচ্ছে মা-বাবার নিকট আল্লাহ প্রদত্ত একটি আমানত। তার পবিত্র আত্মা এখন যেকোনো ছবি ও অংকন থেকে মুক্ত। নির্মল ও উৎকৃষ্ট একটি অংকনযোগ্য উর্বর ভূমি। সেখানে যা অঙ্কিত হবে তাই সে গ্রহণ করবে। যেদিকে তাকে আকৃষ্ট করানো হবে সেদিকেই সে ধাবমান হবে।

সমস্যার অন্তরায়

সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে রসূল ﷺ নিকট আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আসা প্রথম বার্তা ছিল, ‘ اقرا - ইক্বর ’ অর্থ পড়ো ।

কিন্তু সেই ইসলামের জ্ঞানার্জন থেকে আজকের প্রজন্মের রয়েছে যোজন যোজন দূরত্ব। ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞান শূন্য একটা প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে। তাওহীদের পরিপূর্ন জ্ঞান না থাকায় ছেলে-মেয়েরা ভ্রান্ত মতাদর্শ ও বিধর্মীদের চিন্তা চেতনা দ্বারা সহজেই পথভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

সমাধান যে পথে

সিরাতাল মুস্তাকিমের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং ইসলামের মৌলিক জ্ঞান থেকে দূরে থাকা।

ছেলে-মেয়েদেরকে দ্বীন ইসলামের সাথে শৈশব থেকে সংযুক্ত রাখতে হবে। এ কাজটি সম্পাদনে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে মা-বাবা, আর গৌন ভূমিকা পালন করবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো।

মক্তবের প্রয়োজনীয়তা

মক্তবশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো দ্বীনি বিষয়ে মৌলিক শিক্ষাদান। সহিহ্ শুদ্ধরূপে কেরআন মাজীদ তেলাওয়াত ও কোরআন মাজীদের কিছু অংশ মুখস্থ করা, বিষয়ভিত্তিক কিছু হাদিস ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ইত্যাদি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান পাঠ্যসূচি। এর দ্বারা একটি শিশু অতি অল্প সময়ে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের প্রেরণা তার কোমল হৃদয় জাগ্রত হয়। মূলত শিশুদেরকে দ্বীন ও ঈমানের সঙ্গে পরিচিত করাই এসব প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

বর্তমান যুগে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। কেননা বর্তমান প্রজন্ম কুরআন সুন্নাহের ইলম ও ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে সরে শুধু বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে। অর্থ উপার্জন হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবনের পরম লক্ষ্য। ফলে সুদ-ঘুষ, দুর্নীতি, অন্যায় ও অনৈতিক কাজের প্রসার ঘটছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন,ধর্ষণ ইত্যাদির ব্যাপকতায় সমাজ,রাষ্ট্র থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা হারিয়ে গিয়েছে। অথচ যারা এসব কাজে সরাসরি কিংবা পরোক্ষ ভাবে জড়িত তাদের প্রায় সবাই জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত। উচ্চশিক্ষিত ও মেধাবী হয়েও

শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান ও আদর্শের অভাবেই তারা এসব অসামাজিক ও অনৈতিক কাজে জড়িত হয়ে পড়ছে।

শেষকথা

ছোট থেকেই সন্তানদের ঈমানের পরিচর্যা ও বিকাশ ঘটাতে পারলে ভবিষ্যতে সন্তানের সেই শক্তিশালী ঈমান তার মুসলিম পরিচয়টাকে আঁকড়ে ধরতে সহায়তা করবে। এজন্য শৈশব থেকেই

সন্তানের অন্তরকে ইসলামের সাথে জুড়ে দিতে হবে যাতে তারা সত্য সরল পথের পথিক হিসেবে ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার পাঠ চুকিয়ে জান্নাতুল ফেরদাউসের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হতে পারে।

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110782421/